

নিন্দা করি, নিন্দা করি এবং ঘৃণা করি

আবেদ খান

সিলেটের শাহজালাল মাজারে আবার বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো। এই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন দুজন এবং আহত হয়েছেন নবনিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার চৌধুরীসমেত আরো কয়েকজন। বাংলাদেশে নিযুক্তি লাভের পর মাননীয় ব্রিটিশ হাইকমিশনার গিয়েছিলেন তাঁর পিতৃভূমি সিলেটে। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন তিনি। এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা জানানোর মতো ভাষা আমাদের ভাঙারে আর অবশিষ্ট নেই। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এতো বেশি রকমের নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য ঘটনা ঘটেছে যে এদেশের যে কোনো শিক্ষিত বিবেকবান মানুষের সঞ্চয়ের মধ্যে নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশের ভাষা থাকার কথা নয়। মাত্র কদিন আগে এই মাজারেই গজার মাছ বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল অজ্ঞাতনামা মাজারবিরোধী দুর্বৃত্তরা। মাত্র কিছুদিন আগে এই শাহজালাল মাজারেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল যারা তাদের কিছু শনাক্ত করা হয়নি। শনাক্ত করা হয়নি বলেই তাদের স্পর্ধা এমন পর্যায়েই উপনীত হয়েছে যে, খোদ ব্রিটিশ হাইকমিশনার পর্যন্ত তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশকে যাঁরা 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলে সার্টিফিকেট দেন, যাঁরা জামাতে ইসলামীকে মনে করেন 'মডারেট ইসলামিক পার্টি', যাঁরা মনে করেন বাংলাদেশে তালেবানি তৎপরতার তথ্যটি কতিপয় দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের কল্পনাপ্রসূত- তাঁদের এখন এই দেশের সরকারের চরিত্র নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। এই সরকারি জোট যখন বিরোধী দলে ছিল তখন যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক মানুষ হতাহত হয়, বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় খুলনার আহমদিয়া মসজিদে। এরপর বোমা বিস্ফোরিত হয় রমনা বটমূলে, ফরিদপুরের বানিয়ারচর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগারে।

গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় শেখ হাসিনার সভামঞ্চের অদূরে পুঁতে রাখা হয়েছিল মহাবিধ্বংসী বোমা। এর প্রতিটি ঘটনার দায় জামাত-বিএনপি জোট চাপানোর চেষ্টা

করেছে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর। কবি শামসুর রাহমানের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা এবং হামলাকারীদের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিজীবীদের তালিকাকেও ওরা উড়িয়ে দিয়েছে বানোয়াট বলে। বাংলাদেশে উগ্র ইসলামি জঙ্গি তৎপরতাকে তারা কঠোরকণ্ঠে অস্বীকার করে এসেছে। এরপর এই জোট সরকার ক্ষমতায় এলো 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি'র সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে। এর ফলে চতুর্গুণ হয়ে গেলো মৌলবাদী জঙ্গি তৎপরতা। বিএনপির পার্টনার স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর নগ্ন সহযোগিতায় তাদের চারণক্ষেত্রে পরিণত হলো এদেশের গ্রাম জনপদ। ধর্ম প্রচারের আড়ালে চলতে থাকলো তালেবানি আদর্শ প্রচারণা। বোমা বিস্ফোরিত হলো সাতক্ষীরার সিনেমা হলে এবং ঐতিহ্যবাহী গুড়পুকুরের মেলায়, বোমা বিস্ফোরিত হলো দিনাজপুরে, ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে, হযরত শাহজালালের মাজারে।

সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো 'আওয়ামী ষড়যন্ত্র' আর চলতে থাকলো দেশে তালেবানি উত্থানের কথাটি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর অলীক কল্পনা এবং 'দেশের ভাবমূর্তি' নষ্ট করার অপপ্রয়াস। আর বিদেশী দূতাবাসগুলো তখনো এই সরকারকে অকৃপণভাবে রিনিউ করে চলেছে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি'র সার্টিফিকেট।

এই সার্টিফিকেটের কারণেই হুমাযুন আজাদের ওপর হামলা হয়েছে, এই সার্টিফিকেটের কারণেই চট্টগ্রামে এসেছে বিশাল অস্ত্র সম্ভারের অবৈধ চালান, এই সার্টিফিকেটের কারণেই আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ দখলের চেষ্টা হয়েছে, তাদের ধর্মগ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এই সার্টিফিকেটের কারণেই ব্রিটিশ-মার্কিন দূতাবাসের অদূরবর্তী কুড়িলে পাওয়া গেছে বিপুল আধুনিক অস্ত্র, এই সার্টিফিকেটের কারণেই উদ্ভব হয়েছে 'বাংলা ভাই' নামের এক বিকারগ্রস্ত মৌলবাদী জঙ্গির- যার বাহিনী মানুষ হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখে, এই সার্টিফিকেটের কারণেই শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারের গজার মাছের মৃত্যু হয়েছে এবং সর্বশেষে স্বয়ং ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। এরপর এই সরকার আর কী কৈফিয়ত দেবে? দেশের মানুষের কাছে তো এদের দুকানই কাটা-কিন্তু বিদেশী কূটনীতিকদের কাছে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে এখন কী হবে এই সরকারের জবাব? আর আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে বিদেশী দূতাবাসের কর্ণধারদের কাছে, যে সরকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা বিধানেই অপারগ সেই সরকার এদেশের জনগণের রাজনীতিকদের নিরাপত্তা দেবে কী করে সেটা কি তাঁরা

ভেবেছেন? তাঁরা এবার বলুন, এখনো কি এই সরকার 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি'র
তকমা ধারণ করার অধিকার রাখে?

উৎস : ভোরের কাগজ (২২ মে ২০০৪, শনিবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১)